বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
www.bmeb.gov.bd

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৬১০২৫৪৩১/পটুয়াখালী-১৯/২৯৬

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২ / ০১ মার্চ ২০২৬

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলাধীন কালিকাপুর সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসার কাউকে না জানিয়ে গোপনের পরিচালনা কমিটি গঠন করে আবেদন করা হয়েছে মর্মে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দাবিদ্বার জনাব আ,ন,ম জয়নুল আবেদীন আবেদন করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০২ (দুই) পাতা।

১.৩.২৬

প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদর, পটুয়াখালী।

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৬১০২৫৪৩১/পটুয়াখালী-১৯/

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২ / ০১ মার্চ ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সদর, পটুয়াখালী;
৪. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, কালিকাপুর সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সদর, পটুয়াখালী;
৫. জনাব আ,ন,ম জয়নুল আবেদীন (অভিযোগকারী), সাং-পল্লী বিদ্যুৎ সড়ক, পশ্চিম কালিকাপুর, পটুয়াখালী সদর পটুয়াখালী;
৬. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৭. আইন সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

০১/৩/২৬

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

বরাবর,

রেজিস্ট্রার মহোদয়,
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

বিষয়ঃ বিধি বর্হিভূত এবং ত্রুটিপূর্ণ কমিটির অনুমোদন না দেয়া প্রসঙ্গে।

সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, পটুয়াখালী জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত কালিকাপুর হালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসাটি ১৯৭৫ সাল থেকে সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। গত কয়েক মাস থেকেই স্থানীয় চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী লিটন গাজীসহ বিএনপি নামধারী কিছু নেতা যাদের দলীয় কোন পদ পদবী নেই এমনকি স্থানীয় সংসদ সদস্যও যাদের পছন্দ করেন না, তারা অত্র মাদ্রাসার কমিটি গঠনের জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করেন। এক পর্যায়ে তাদের হুমকিতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মবর্হিভূত কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেন। কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরুপঃ

১. সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার নিয়ম পালন করা হয়নি অর্থাৎ অভিভাবকদের অবহিত করা হয়নি এমনকি নিয়মমত কোন ইলেকশন বা সিলেকশন না করে তাদের পছন্দ মত অশিক্ষিত অভিভাবকদের নিয়ে পকেট কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সদস্য নিয়োগ দেন।
২. বিভিন্ন এলাকা থেকে সদস্য না নিয়ে একই বাড়ী থেকে একাধিক নিকট আত্মীয় স্বজনকে সদস্য নিয়োগ দেন।
৩. লিটন গাজী স্থানীয় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হওয়ায় মাদ্রাসার সুপার ও এডহক কমিটির সভাপতিকে জিম্মি করে কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেন।
৪. কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় অভিভাবকদের সম্পৃক্ত না করায় স্থানীয় অভিভাবকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
৫. স্থানীয় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ লিটন গাজী নিজে অশিক্ষিত হওয়ায় তার ছোট ভাইকে কমিটির সভাপতি করার প্রস্তাবনা প্রেরণ করেন।
৬. সভাপতির জন্য যার নামের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে তিনি ফ্যাসিস্টের দোসর ও মাদকসেবী (যা ডোপ টেষ্টের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যাবে)।

সর্বোপরি, আমি একজন সচেতন অভিভাবক হিসাবে উক্ত ত্রুটিপূর্ণ কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের কথা বললে আমাকে উক্ত কমিটির অভিভাবক সদস্য হিসাবে রাখেন কিন্তু মাদকসেবী সভাপতি নিয়োগের বিরুধীতা করায় গত ১৭/০২/২০২৬ ইং তারিখে প্রিজাইডিং অফিসারের উপস্থিতিতে আমাকে ইট নিয়ে মারতে আসেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং হুমকি দেন পরে প্রিজাইডিং অফিসার, একাডেমিক সুপারভাইজার জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ঐদিন কমিটি গঠন না করেই উপস্থিত শিক্ষকদের সহযোগীতায় দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন (যা অত্র মাদ্রাসার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করতে পারলে দেখা যাবে)। পরবর্তীতে গত ২২/০২/২০২৬ ইং তারিখ এডহক কমিটির সভাপতিকে চাপ প্রয়োগ করে আবার নাম মাত্র সভা ডেকে সভাপতি নিয়োগের প্রস্তাবনা প্রেরণ করেন।

এমতাবস্থায়, উক্ত কমিটি অনুমোদিত হলে প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে এবং অভিভাবকদের মধ্যে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়া-শুনা ও মাদ্রাসার সার্বিক পরিচালনার বিষয়ে এক প্রকার আতংক বিরাজ করছে এবং অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানকে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার অভিব্যক্তিও প্রকাশ করেছেন। অতএব, উক্ত পকেট কমিটি অনুমোদন না দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

বিনীত নিবেদক

তারিখঃ ২৪/০২/২০২৬খ্রিঃ

মো: মিজানুর রহমান

(মোঃ মিজানুর রহমান)
অভিভাবক সদস্য
কালিকাপুর হালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসার
প্রস্তাবিত ম্যানিজিং কমিটি।
টাউন কালিকাপুর, পটুয়াখালী সদর।
মোবাইলঃ ০১৭১০২৪০৯৪৭

বরাবর,

রেজিষ্ট্রার,

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

বিষয়ঃ পটুয়াখালী জেলা ও সদর উপজেলাধীন কালিকাপুর ছালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসার আইন ও বিধি বহির্ভূত ত্রুটিপূর্ণ ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন না দেয়া প্রসংগে।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী কালিকাপুর ছালেহিয়া দাখিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও জমি দাতা। অত্র প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে বিধি বহির্ভূত গুরুতর অনিয়ম হয়েছে যেমন- ম্যানেজিং কমিটির ছাত্র অভিভাবক সদস্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্বাচনের নিয়ম থাকলেও তা আদৌ করা হয়নি। অর্থাৎ ছাত্র অভিভাবকদের কোন প্রকার জানানো হয় নাই। অভিভাবক মহল এই বিষয় কিছুই জানেনা, গোপনভাবে এলাকার ত্রাস লিটন গাজী তার ছোট ভাইকে সভাপতি করার জন্য মামাতো ভাই মোঃ মাহমুদুল হাসান সবুজ, ফুফাতো ভাই ধলামিয়া তালুকদার, চাচাতো ভাই সেলিম গাজী ও তার নিজস্ব লোক সদস্য করে তাদের মাধ্যমে তার ছোট ভাইকে সভাপতি করে আপনার বরাবরে প্রস্তাব পাঠায়।

২। এলাকার ত্রাস লিটন গাজী একা একা মিটিং এর তারিখ দিয়ে তার বিশাল সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মিটিং এ হাজির হয়। তার উপর কেহ কিছু বলতে চাইলে তাকে বে-ইজ্জতী করে এবং তার সাঙ্গাপাঙ্গ তাকে মারতে আসে। গত ১৭.০২.২০২৬খ্রিঃ তারিখে মিটিংয়ে এক সদস্য সভাপতি হিসাবে তার ভাইয়ের পরিবর্তে স্থানীয় এক সনামধন্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিলে লিটন গাজী চিৎকার দিয়ে অশ্লীল ভাষায় গাল-মন্দ করতে থাকে এবং মাঠ থেকে তার লোকজন ইট ও লাঠি-সোটা নিয়ে প্রস্তাবকারী ঐ সদস্যকে মারতে আসে। স্থানীয় ও উপস্থিত লোকজন তাকে কোন মতে রক্ষা করে এবং ঐ দিনের মিটিং প্রিজাইডিং অফিসার ওখানেই শেষ করে চালে যান। মাদ্রাসার সুপারকে সে হুমকি-ধামকি ও ভয় ভীতি প্রদর্শন করে যার ফলে সেও নিরুপায় হয়ে লিটন গাজীর সকল অন্যায় অনিয়মকে সায়দিয়ে কাজক্রম পরিচালনা করেন। কথায় কথায় সে বলে ১৬ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিলাম এখন আমি যা বলবো এখানে তাই হতে হবে। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় ছোট ভাইকে সভাপতি করে নিজে প্রক্সি দিতে চায়।

৩। প্রতিষ্ঠাতা ও জমি দাতাকে কমিটি গঠনের ব্যাপারে কোন কিছুই জানানো হয় নাই এবং অপর এক জমিদাতিকেও জানানো হয় নাই।

৪। নব গঠিত ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কারও কোন মতামতকে তোয়াক্কা না করে লিটন গাজী নিজের মতো করে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সুপারকে দিয়ে পকেট কমিটি গঠন করে তা অনুমোদনের জন্য আপনার বরাবারে প্রেরণ করে। উক্ত কমিটি অনুমোদন পেলে এই দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হবে এবং এক পর্যায় প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। সুতরাং উক্ত কমিটির অনুমোদ না দিয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাকি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং সৃষ্ট পরিস্থিতি নিরাময়ের জন্য এডহক কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

অতএব যাহাতে উক্ত পকেট কমিটিকে অনুমোদন না দেয়া হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

তারিখঃ ২৪/০২/২০২৬খ্রিঃ

24/2/26

(আ,ন,ম জয়নুল আবেদীন)
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
কালিকাপুর ছালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা,
পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।
মোবাঃ ০১৭১২৯৪৯৯৮৮